কোভিড-১৯- এক ভ্যাবাচ্যাকা মানুষের দলিল

১৬ মার্চ ২০২০, সোমবার, অধ্যক্ষ মহাশয় ছুটিতে। তাই কলেজের কিছুটা দায়িত্ব আমার।আগের দিন বিকেল থেকেই শুনছিলাম লকডাউন হবে পুরো দেশে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে প্রেস রিলিজ করেছেন যে , থার্টি ফার্স্ট মার্চ পর্যন্ত লকডাউন চলবে কোভিডের জন্য। আমার হল দোটানা। কলেজ ছুটি দেবো কিনা? ইউনিভার্সিটি কোন নোটিশ দেয়নি। যাই হোক সতেরো থেকে কলেজ ছুটি হয়ে গেল।

একটা সাংঘাতিক যন্ত্রণা তাড়া করতে লাগলো, এক, সেকেন্ড সেমিস্টার আর ফোর্থ সেমিস্টার এর ক্লাসের কি হবে? তখন তো বুঝতে পারছি না, ওদের পরীক্ষা বিশবাঁও জলে। দুই, কুড়ি তারিখ SACT দের ভেরিফিকেশন কি করে হবে? কি হবে? মনে শান্তি নেই৷

প্রথম সমস্যার কিছুটা সমাধান করলাম, সতের তারিখ থেকে হোয়াটসঅ্যাপে নিজের তৈরি করা পাঠ্য বিষয়বস্তু পোস্ট করতে লাগলাম। তখন তো জানিনা কাকে বলে জুম, ক্লাসরুম বা ওয়েবিনার। তারপর আমি আবার এসবে আনাড়ি। সব ছাত্র পেল বলে মনে হলো না। যাই হোক নিজের পাপ বোধের শান্তি।

দ্বিতীয় সমস্যার সমাধানে বিকাশ ভবন থেকে নির্দেশ এলো, অনলাইন ভেরিফিকেশন হবে; কলেজ পৌঁছলাম ১৯ তারিখ, সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি, ইপ্সিতা আর সমর। কিছুই হলো না। আবার কুড়ি তারিখ কলেজ গিয়ে আমি আর সমর ভেরিফিকেশন পর্ব শেষ করলাম, তখন ঘড়িতে সন্ধ্যে সাড়ে ছটা।

পরেরদিন শনিবার থেকে অনাবিল আনন্দ। ছুটি, ছুটি, ছুটি। ২০২০ ছিল আগের নিয়মে আমার অবসরের সাল। তাই অবসরের স্বাদ কিছুটা হলেও পাচ্ছিলাম। বাড়িতে বেশ সবাই একসাথে উপভোগ করছি৷

কিন্তু দুদিন বই তো নয়, আবার যন্ত্রণা শুরু হল৷ দোকানপাট, রিক্সা, অটো সব বন্ধ৷ এই মানুষগুলোর চলবে কী করে? সকাল হলেই সবজি ডাক৷ একের পর এক৷ প্রত্যেকের কাছ থেকে কিনছি আর বাগানে জমা হচ্ছে৷ এত খাওয়ার ক্ষমতা কোথায় তিনজনের? একদিন একটি উনিশ কুড়ি বছরের ছেলে এসেছে লাল শাক আর কলমি শাক নিয়ে৷ ছেলেটির কাছে জানতে চাইলাম কত টাকার পুঁজি, জানালো ২০০ টাকা৷ সে মতিঝিল কলেজে পড়ে বাবা রিক্সা চালান৷ বাবার বয়স হয়েছে তাই বেরোতে না দিয়ে নিজে শাক বিক্রি করতে বেরিয়েছে৷ ভাবলাম অনলাইন ক্লাশ এর কথা জিজ্ঞাসা করি কেমন যেন অস্বস্তি হোলো। এরপরেও কি ছুটি উপভোগ করতে পারি? আর এক বাবা তার সাত বছরের ছেলেকে সাথে নিয়ে কচুশাক বিক্রি করছেন৷ তিনি ছোট এক কারখানার শ্রমিক , কাজ নেই৷ এক তরমুজ ওয়ালা আগে লরির খালাসির কাজ করতেন৷ এরকমই আরও কত অভিজ্ঞতা।

তাই রোজ সকালে যখন এদের সবজি ডাকে পাড়া মুখরিত হয় তখন আমার রক্তক্ষরণ হতে থাকে৷ আমি ভালো থাকতে পারি না, আমি ভালো গান শুনতে পারি না, বই পড়তে পারি না৷ চোখ ঝাপসা হয়ে যায়৷ কতজনের কাছে আর পৌঁছতে পারছি? কতজনকে জানতে পারছি? এদের কাছে কোভিডও যা অনাহারে মৃত্যুও তাই৷ লকডাউন এর সময়সীমা ক্রমাগত বাড়তে থাকলো, এখন হয়েছে প্রায় আটই জুন পর্যন্ত৷ স্বাস্থ্যের কথা ভাবলে লকডাউন অবশ্যম্ভাবী৷ কিন্তু অর্থনীতির ছাত্রী হিসাবে মনে হয় অসংগঠিত শ্রমিকদের হাতে কোনও ভাবে টাকা দেওয়া যেত না? অর্থনীতিবিদরা বারবার বলছেন গরিব মানুষের হাতে টাকা

পৌঁছাতে, তাতে চাহিদা বাড়বে, অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। সে সৎ প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত হয়নি। পিডিএস এর মাধ্যমে সরকার শুনেছি প্রত্যন্ত গ্রামে বড়দের মাথাপিছু ৭ কেজি চাল ও আটা আর ছোটদের ৫ কেজি চাল ও আটা বিনামুল্যে মাসে একবার দিয়েছে। আজ পর্যন্ত বাচ্চারা দুবার মিডডে মিল হিসাবে চাল ও আলু পেয়েছে। তবে কোন কোন লোভী, অসৎ রেশন মালিক এ সুযোগ হাতছাড়া করেনি। তা সত্বেও গরিব মানুষ কিছু পেয়েছে এটাই সান্ত্বনা।

"পরিযায়ী শ্রমিক" এই শব্দটি এখন অতি পরিচিত। শব্দটি শুনলেই আমরা বুঝি চাকরি খোয়ানো নিরন্ন মানুষের মিছিল।দেশের মানুষ রাতারাতি পরিযায়ী হয়ে গেল সরকারকে প্রশ্ন করি, এদের ভোটের দয়ায় তো আপনারা আজ রাজত্ব করছেন, এদের কোনও ভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে পরিকল্পনামাফিক চারবেলা থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা যেত না? তাহলে হয়তো রোগও কম ছড়াতো। স্থানীয় নেতাদের সাহায্য নিয়ে তো ভোটের বৈতরণী পার হন, ঠিক তেমনই নেতাদের সাহায্য নিয়ে এদের আশ্রয় দেওয়া যেত না? লকডাউন এর শুরুতে তাদের বাড়ি ফিরে যেতে বললে বোধহয় তারা যেতেন না, কারণ তারা তো আমারই মত ভ্যাবাচাকা খাওয়া মানুষ, নিজের কর্মক্ষেত্র ছাড়তে ভয় পেতেন। শ্রমিকদের চাকরি তো গেলই, প্রাণও গেল অনেকের।

ইতিমধ্যে ১৭ ই মে জানতে পারলাম কেন্দ্রীয় সরকার "আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের " কথা বলছেন,কুড়ি লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজের কথা যা কেউ বলে ভাঁওতা, কেউ বলে দেশ নাকি স্বাবলম্বী হবে। আমরা কিন্তু তখনই জানলাম, দেশের জিডিপির হার নাকি ঋণাত্মক হবে, মার্চ থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে বেকারত্বের হার ৬.৭০ পার্সেন্ট থেকে ২৬ পারসেন্ট হয়েছে। লকডাউন এর জন্য ১৪ কোটি লোক চাকরি খুইয়েছে, ৪৫ পার্সেন্ট চাকরিজীবীর আয় কমেছে ।

কেন্দ্রীয় সরকার ভেবেছিল করোনা ধাক্কা সামলাতে বিদেশে বন্ড ছেড়ে প্রায় ১২ লক্ষ কোটি টাকা জোগাড় করবে। লক্ষ্য হল রেটিং ঠিক রেখে কম সুদে তা পাওয়া। কিন্তু সরকারের আয় থেকে ব্যয় অনেক বেশি হলে মাত্রা ছাড়ায় রাজকোষ ঘাটতি, আয়ের তুলনায় ধার যত বেশি তত কঠিন তা ফেরানো। এই অবস্থায় মুডিজ, এস& পি ও ফিচ তিন আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন সংস্থাই এখন এই ঝুঁকির নিরিখে এদেশকে যেখানে রেখেছে, তা জাঙ্ক বা লগ্নির অযোগ্য ধাপটির ঠিক উপরে। যার মানে ভারতের অর্থনীতির যা অবস্থা, তাতে তাদের ঋণ দেওয়া বেশ ঝুঁকির। এই জন্যই অর্থনীতির এমন সংকটেও তাকে টেনে তুলতে সরকারি ব্যয় বাড়াতে চায়নি কেন্দ্র। বড় বড় অর্থনীতিবিদরা বলা সত্ত্বেও টিকে থাকার টাকাটুকু পর্যন্ত দেয়নি দরিদ্রদের একাউন্টে।

প্রধানমন্ত্রীর জনধন যোজনায়, প্রায় ২৯ কোটি ৪৮ লক্ষ ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছে। প্রায় ৬ কোটি মানুষ ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে আরও বেশি টাকা পেতে পারেন। ৬৫ লক্ষ স্বনির্ভর দল আছে যাদের ব্যাংক একাউন্ট আছে। পি এম কিষাণ প্রকল্প, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা, ইত্যাদি প্রকল্পে আরো টাকা বিনিয়োগ করা যেতে পারে, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য। জিডিপি বৃদ্ধি করার জন্য। মনে রাখতে হবে জিডিপি বৃদ্ধির হার তলানিতে পৌঁছলে রাজস্ব আদায় কমবে, সরকারের আয় কমবে, ফলে অর্থনীতিকে চাঙ্গা না করে শুধু খরচে রাশ টেনে ঘাটতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা শক্ত। রেটিং শুধু ঘাটতি রাশের উপরে নির্ভর করে না। মনে রাখা উচিৎ জিডিপি বাড়লে তবেই তার অনুপাতে কম হবে ঘাটতি।

এবার এলো গোদের উপর বিষফোঁড়া, প্রকৃতিরআর এক বীভৎস তান্ডব "আম ফান" দক্ষিণ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা আর কলকাতার উপর দিয়ে বয়ে গেল ঘন্টায় ১৩৩ কিলোমিটারগতির ঝড়। তছনছ করে

দিয়ে গেল জেলাগুলিকে। করোণার মৃত্যু-মিছিল দেখা শহর আবারদেখলো প্রকৃতির রোষ। অর্থনীতি আরো মুখ থুবড়ে পড়ল।

এবার আসি শিক্ষার কথায়। অনলাইন ক্লাস তা যতই শ্রুতিমধুর হোক, আমার মতো লোকের পক্ষে বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। ছাত্রদের সামনে বসে পড়ানো, বোর্ডে হিজিবিজি আঁকতে যে অভ্যস্ত, তার পক্ষে এক বড় শাস্তি। এদিকে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভোগের শেষ নেই, কবে যে তাদের পরীক্ষা, ইউনিভার্সিটি মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না। ছাত্রছাত্রী আর তাদের অভিভাবকদের কথা কি চিন্তা করা জরুরি নয়?

এসবের মধ্যেও কিছু কিছু খবর একটু অন্যরকম।এক, প্রতিদিন মৃত্যু-মিছিলের মধ্যেই আমাদের আশার আলো, আমাদের সদস্য বেড়েছে দুজন; আমাদের এক সহকর্মী মা হয়েছেন, আর এক জন দিম্মা হয়েছেন। দুই, ২০১৬ থেকে আমাদের প্রাপ্য বেতন স্থিরীকরণ প্রক্রিয়া হঠাৎ করে দুদিনের নির্দেশে শেষ করতে হল। এইকাজে যাদের বিশেষ ভূমিকা যেমন, অধ্যক্ষ মহাশয় , শুকদেব, অশ্বিনী, অরবিন্দ, নীলাশিস, বিকাশদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এই বিপদের দিনেও তাঁরা দিনের পর দিন কলেজে এসেছেন। রঞ্জন, সুব্রত আমাদের কলেজকে সচল রেখেছে। এদের কাছে লকডাউন আনলকড হয়ে গেছে।

এছাড়াও আমার মনে থাকবে তাদের কথা যাদের জন্য মাসের শেষে ব্যাংক আকাউন্ট ভরে যায়, বিকাশ ভবনের কর্মচারী, ব্যাংকের কর্মচারীদের কথা। তাদের কাছে করোনা, স্যানিটাইজেশন, সোশ্যাল ডিস্টান্সিং এসব শব্দগুলো মূল্যহীন।

কিন্তু এক্ষেত্রে আমার দুটি প্রশ্নের উত্তর আমি এখনো পাইনি: কেন এত তাড়া করে আমাদের পে-ফিক্সেশন হলো, এই দুঃসময়ে? যখন সরকারের খুব টাকার প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, এই সময়ে SACTদের পে ফিক্সেশন করা কি খুবই অসম্ভব ছিল? একসাথে সকলের যদি হতো সে ক্ষেত্রে পাওয়ারও একটা প্রকৃত আনন্দ থাকতো। তিন , এরই মধ্যে আমরা হারিয়েছি আমাদের দুজন প্রাক্তন সহকর্মীকে , শ্রীমতি তারামণি ঘোষ আর অধ্যাপক পরিমল পালকে। আমাদের সংখ্যা তত্ত্বের তরুণ অধ্যাপক বিশ্বদেব কঠিন অসুখের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

কলেজে মাঝেমধ্যেই যাই। কিন্তু কিছু বিষয় এর প্রতিকার কিছুতেই করা যায় না।কোনও ভাবেই গেস্ট টিচার দের জন্য রিকভারেবল এডভান্স এর ব্যবস্থা হয় না। যেখানে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করেছেন, তারপরেও এই ঘটনা কেমন করে ঘটছে ?

আমরা ভেন্ডারদের কাছ থেকে জিনিস কিনেছি ফেব্রুয়ারি মাসে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের পাওনা মেটাতে পারিনি। আমাদের মতো নামী কলেজের পক্ষে এ বড় লজ্জার। এই হল আমার মতো ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া এক সামান্য মানুষের দলিল, যে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এক ভাইরাস এর ক্ষমতা, লকডাউন এর জের, প্রকৃতির তান্ডব, লেখাপড়ার ভোলবদল, সবকিছু দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। আমরা ফিরে পেতে চাই সেই পুরনো ক্লাস রুম, সেই সন্তানসম ছাত্রছাত্রীদের সান্নিধ্য।

নন্দিতা সেন চক্রবর্তী

অর্থনীতি বিভাগ (দিবা)